COAST Trust

নতুন দিন

unicef

২য় বর্ষ, ২২ তম সংখ্যা, ২০২০ | জুন | কোস্ট শিক্ষা প্রকল্পের মাসিক বুলেটিন

মানবিক সহায়তা ও সাড়া প্রদানের অংশ হিসেবে, ইউনিসেফের আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় 'শিক্ষা প্রকল্পের" আওতায় কোস্ট ট্রাস্ট রোহিঙ্গা শিশুদের প্রাক প্রাথমিক এবং অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করছে। ৮টি ক্যাম্পে কোস্ট ট্রাস্টের ৮০ টি লার্নি সেন্টার রয়েছে যেখানে ৬৫৯৩ জন শিক্ষার্থী আনন্দদায়ক পরিবেশে মানসম্মত শিক্ষা গ্রহন করছে।

সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে মাসিক শিক্ষক মিটিং সম্পূর্ণ

কোস্ট শিক্ষা প্রকল্প স্থানীয় শিক্ষকদের নিয়ে মাসিক মিটিং সম্পূণ হয়েছে। কক্সবাজার উখিয়া উপজেলায় কোর্ট বাজার ইউরোক অফিসে। প্রতিদিন ২০ জন করে মোট ৭৯ জন শিক্ষদের নিয়ে এ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। ১৩ জুলাই থেকে ১৬ জুলাই মোট ৪ দিনে সকাল ৯ টা থেকে মিটিং শুরু হয়ে শেষ হয় দুপুর ২ টায়।
শিক্ষকরা ৯ টার আগেই মিটিং স্থলে উপস্থিত হন। মিটিং স্থলে উপস্থিত হলে প্রথমেই ডিজিটাল মেশিনে তাপমাত্রা পরিমাপ করা হয় এবং জুতায় ক্লোরিন দ্রবণ স্প্রে করা হয়। নিদিষ্ট স্থানে রাখা সাবান দিয়ে হাত পরিস্কার করে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে বসার ব্যবস্থা রাখা হয় সবার জন্যে।

অভিভাবকদের মাধ্যমে শিক্ষা, শিক্ষার্থীদের তথ্য সংগ্রহ, সাম্প্রর্তিক নোটিশ এবং মাক্স ব্যবহার, লার্নি সেন্টার সংস্কার, নিরাপত্তা এবং পরিস্কার, লার্নি সেন্টার চালু এবং বন্ধ, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার এবং শিক্ষকদের মাসিক স্টাডি প্লান নিয়ে আলোচনা করা হয় মিটিংয়ে।

টেকনিক্যাল অফিসার জাবেদুল ইসলাম ক্যাম্পে অভিভাবকদের মাধ্যমে শিক্ষা কিভাবে চলবে সে বিষয়ে আলোচনা করেন এবং শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন। করোনা ভাইরাসের কারণে দীর্ঘদিন লার্নি সেন্টার বন্ধ। এই আবস্থায় এলসির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন টেকনিক্যাল অফিসার মাসুম বিল্লা।

সাম্প্রর্তিক সময়ে কোস্ট এবং ইউনিসেফের নোটিশ নিয়ে আলোচনা করেন প্রজেক্ট ম্যানেজার জসিম উদ্দিন মোল্লা। তিনি সবাইকে নিয়মিত মেইল দেখার জন্যে নির্দেশনা প্রদান করেন।

পিএম শিক্ষকদেও উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছেন। ছবি: মিনার (এমএনই)

এছাড়া সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম কিভাবে ব্যবহার করতে হয় সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। ে
টকনিক্যাল অফিসার আজহারুল ইসলামের সঞ্চালনায় মিটিং-এ প্রজেক্ট ম্যানেজার জসিম উদ্দিন মোল্লা, মনিটরিং অফিসার শাহেদুল কবির মিনার, একাউন্ট অফিসার শরিফুল ইসলামসহ প্রজেক্ট অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

ক্যাম্প ১৪ এবং ১৫ এর দুইটি গাছের ছবি। ছবি: মিজান(পিও)

বৃক্ষ রোপনের এক বছর: বেঁচে আছে নানান প্রজাতির ৩ শতাধিক গাছ

শিক্ষা প্রকল্পের স্টাফদের অর্থায়নে গত বছরের জুলাই মাসে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে নানান প্রজাতির ১০৪০ টি গাছ রোপন করা হয়। যার মধ্যে এখন বেঁচে আছে প্রায় ৩ শতাধিক গাছ। জুলাই মাসের শেষের সপ্তাহে গতবছর ক্যাম্পে রোপনকৃত গাছের উপর এক জরিপে এই তথ্য বের হয়ে আসে।
কোস্টের নির্দেশরায় ৮টি ক্যাম্পে শিক্ষা প্রোগ্রাম প্রায় ১৩৪০ টি নানান

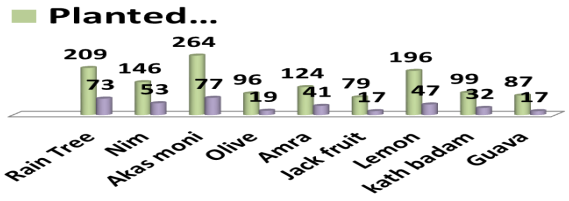

প্রজাতির গাছ রোপন করেন। ঘূর্ণিঝড় ,অতিবৃষ্টি এবং রোহিঙ্গা জনগণের অবহেলার কারণে ৭০% গাছ মারা যায়। ৩০% গাছ এখনো বেঁচে আছে। যার মধ্যে অনেক গাছ এখন অনেক বড় হয়েছে।

ক্যাম্প-১৪ এর কাককু লার্নিং সেন্টারের পাশে রোপন করা হয়েছিল নিমগাছ, পেয়ারাসহ আরও বেশ কয়েক প্রজাতির গাছ। অন্য প্রজাতির গাছ গুলো মারা গেলেও নিমগাছটি বেশ বড় হয়ে এলসির ছাঁদ স্পর্শ করে।

ছবি ঘর

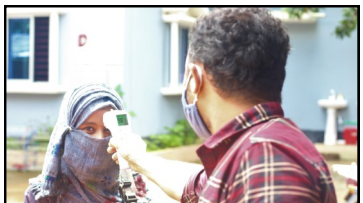

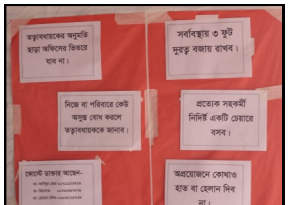

ঘূর্ণিঝড় আম্পানে ক্ষতিগ্রস্থ এলসি সংস্কার-২ শিক্ষার্থীদের জন্যে প্রস্তুত লার্নি সেন্টার

অতিবৃষ্টি এবং ঘূর্ণিঝড় আম্পানের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ ১৯ টি লার্নি সেন্টার সংস্কার কাজ শেষ হয়েছে। সরকার কোভিড-১৯ পরবর্তী পাঠ দানের উপর বিধিনিষেধ উঠিয়ে নিলে রোহিঙ্গা শিক্ষার্থীদের পাঠদানের জন্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে লার্নি সেন্টার।

বাংলাদেশে এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গে আঘাত হানে সুপার ক্ষমতা সম্পূর্ণ ঘূর্ণিঝড় আম্পান। এই ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয় রোহিঙ্গা ক্যাম্পের ঘর-বাড়ি। যার প্রভাব পড়ে লার্নি সেন্টারেও। কোস্ট পরিচালিত ৮০ টি এলসির মধ্যে ৫৩ টি এলসির চাল, চারপাশ এবং বারান্দা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এছাড়া ড্রেনে বেড়ে যাওয়ায় এলসি পানিতে প্লাবিত হয়।

কোভিড-১৯ মহামারির কারণে আরোপ করা বিধিনিষেধ শিথিল করা হলে ১ম পর্বে ধাপে জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে ৩৪ টি এবং ২য় ধাপে জুলাই মাসে ১৯ টি এলসি সংস্কার কাজ শেষ করা হয়।

এছাড়া এলসি পরিষ্কার রাখার জন্যে নিয়মিত কাজের অংশ হিসেবে এলসি পরিষ্কার করা। জুলাই মাসে মোট ৪ বার এলসি পরিস্কারের কাজ করা হয়।

এলসি দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকায় এলসির নিরাপত্তা বজায় রাখা অনেক বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাঝি, এলসিএমসি এবং অভিভাবদেও সাথে যোগাযোগ রাখার মাধ্যমে এলসির নিরাপত্তা সুষ্টভাবে বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে।

ক্যাম্পে-২ এর টিউবরোজ লার্নি সেন্টারের পাশে অবস্থান করা শিক্ষার্থী শফিকের বাবা আবদুল্লা বলেন- 'টিউবরোজ এলসি আমার বাড়ির সাথে লাগানো। আম্পানের কারণে আমাদের এলসির বারান্দা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে গেছিল। সংস্কার করার পর এখন আগের মতো ভালো হয়ে গেছে। কোভিড ভালো হয়ে গেলে আমার ছেলে আবার এলসিতে যেতে পারবে।'

ক্যাম্প-২ রোজ এলসির সংস্কার কাজ করার পূর্বেও অবস্থা এবং পরের অবস্থা। ছবি: মিনার (এমএনই)

থেমে নেই সেহেরাদের পড়াশোনা

সেহেরা (৬) ২০১৭ সাল থেকে ক্যাম্প-২ বসবাস করছে। মা-বাবা এবং ৫ বোন নিয়ে তাদের বসবাস। সেহেরাসহ ২ ভাই-বোন ক্যাম্পের লার্নি সেন্টারে পড়াশোনা করছেন। সেহেরা কোস্ট পরিচালিত গোলাপ লার্নি সেন্টারের লেভেল-২ শিক্ষার্থী।

কোভিড-১৯ এর কারণে ৪ মাসের বেশি সময় ধরে লার্নি সেন্টার বন্ধ। সেহেরা এলসিতে যেতে না পারলেও থেমে নেই সেহেরার পড়াশোনা। প্রতিদিন সকালে ১ ঘন্টা এবং সন্ধ্যায় ১ ঘন্টা করে পড়ান সেহেরার মা এবং ভাই।

ফাতেমা বেগম বাড়িতে তাঁর সন্তানদেও পড়াচ্ছে। ছবি: ইউনুস(বার্মিজ শিক্ষক)

সেহেরা বলেন- 'আর মা আরা তিন ভাই-বইনেরে প্রতিদিন সকালে এবং বিকালে পড়াইতে বয়াই। আর মা পড়াইত ন পাইলে আর ভাই পড়ায়।' সেহেরার মা ফাতেমা বেগম (৩২) বলেন- আমার তিন ছেলে-মেয়ে পড়াশোনা করছে। এলসি বন্ধ থাকায় ওরা আর এলসিতে যেতে পারে না। এলসি বন্ধ থাকলেও প্রতিদিন দুই বেলা আমি তাদের পড়াতে বসাই। আমি না পারলে আমার বড় ছেলে ফারুক এদেরকে পড়ায়।

ক্যাম্পের পাশেই সেহেরাদের বাসা হওয়ায় প্রতিদিন একবার এলসিতে এসে দেখে যান। সেহেরা অপেক্ষা করছেন কবে তাঁর এলসি আবার খুলবে!
সেহেরা বলেন- 'করোনা ভাইরাসর হারণে বহত দিন আই গিয়ে গই আরার এলসি বন্ধ। আই প্রতিদিন আবার এলসিত যাইত চাঁই।'
সেহেরার মতো প্রায় ৭০০০ শিক্ষার্থী কোস্ট পরিচালিত লার্নি সেন্টারে পড়াশোনা করছে। লকডাউনের কারণে এলসি বন্ধ থাকায় অভিভাবকদের মাধ্যমে চলছে শিক্ষা কার্যক্রম। ইউনিসেফের নির্দেশনায় প্রতিদিন দুইবেলা করে পড়াতে বসান পরিবারের যে কোন সদস্য। বার্মিজ শিকাষকরা নিয়মিত ফলো আপ করেন।

মাসিক পরিকল্পনা-জুলাই২০২০

রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহ:	শুক্র	শনি
এলসিএমসি	এলসিএমসি					ছুটি
ছুটি	ছুটি	ছুটি	ছুটি	ছুটি	৭	শিক্ষক প্রশিক্ষণ
ওরিয়েন্টেশন	স্টাপ মিটিং	আইসি ম্যা.	আইসি ম্যা.	আইসি ম্যা.	১৪	১৫
শিক্ষক মিটিং	শিক্ষক মিটিং (বার্মিজ)	সিসিডিআরআর	সিসিডিআরআর	শিক্ষক প্রশিক্ষণ	২১	শিক্ষক প্রশিক্ষণ
শিক্ষক প্রশিক্ষণ	শিক্ষক প্রশিক্ষণ	এলসিএমসি	এলসিএমসি	এলসিএমসি	২৮	আশোরা